খ) কান্ড বা ডগা রোপন পদ্ধতিঃ কান্ড বা ডগা রোপন পদ্ধতিতে ডগা সংগ্রহের সময় প্রথমে আঁশ ফসলের জমি থেকে সুস্থ ও সবল গাছ বেছে নিতে হয়। তবে যে সব মাতৃগাছে ফুল ধরেনি কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ফুল আসবে অর্থাৎ ১১০-১২০ দিন বয়সের মাতৃগাছের কান্ড বা ডগা নির্বাচন করতে হয়। তারপর ডগাগুলো ধারালো চাকু বা ব্লেডের সাহায্যে তেছরা করে কেটে নিতে হবে। প্রতিটি ডগার দৈর্ঘ্য ২০-২৫ সেঃমিঃ হতে হবে। ডগা রোপনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেদিন ডগা সংগ্রহ করা হয়েছে সেদিনই উহা যেন রোপন করা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ এবং ডগা থেকে দূরত্ব ১০ সেঃমিঃ হতে হবে। প্রতিটি ডগার প্রায় ৫ সেঃমিঃ অংশ ৪৫ ডিগ্রী কোণে অর্থাৎ তীর্যকভাবে মাটির নীচে পুতে দিতে হবে।

গ) চারা রোপন পদ্ধতিঃ চারা রোপন পদ্ধতিতে প্রথমে বীজ তলায় বীজ বপন করে চারা উৎপন্ন করা হয়। শ্রাবণ মাসের মধ্যে এই বীজতলায় ৫০-১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। পাট বীজতলায় চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে চারাগুলো রোপনের জন্য উপযুক্ত হয়। বীজতলায় উৎপাদিত চারা ভাদ্র মাসের প্রথম থেকে আশ্বিনের মাঝা মাঝি পর্যন্ত রোপন করা যায়। প্রতিটি চারার ডগার ২/৩ টি পাতা রেখে অন্যান্য সব পাতার বোটা বাদে বাকী অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হবে। বীজতলা থেকে যেদিন চারা তুলা হবে ঐদিনই মূল জমিতে সারি করে চারা রোপন করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেঃমিঃ এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০ সেঃমিঃ রাখতে হবে। মেঘলা দিনে অথবা সন্ধ্যার আগে যখন রোদ থাকেনা তখন চারা রোপন করা উচিৎ।

জৈব সার প্রয়োগ

প্রতি শতাংশ জমিতে শুকনা পাট ৮ কেজি বা কচুরী পানা বা বিভিন্ন খড়কুটা (আধা ইঞ্চি করে কেটে) বা শুকনা গোবর ২০ কেজি মাত্রায় বপনের ১৪-২১ দিন পূর্বে প্রথম চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এ সময় জৈব সার পচানোর জন্য জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকে। (বি:দ্রঃ জৈব সার প্রয়োগে ১% হারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম সার কম লাগে)।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার শেষ চাষের সময় অর্থাৎ বীজ বপনের দিন বীজ বপনের পূর্বে জমিতে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শুধু ইউরিয়া সারকে নিম্নোক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

দেশী পাটঃ ইউরিয়া সারকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করে (১) শেষ চাষের সময় মাটিতে এক ভাগ এবং (২) গাছের বয়স ২০- ২৫ দিন এক ভাগ ও (৩) ৪০-৪৫ দিন হলে অব:শিষ্ট এক ভাগ বিকাল বেলায় উপরি প্রয়োগ করে দিতে হবে এবং লক্ষ" রাখতে হবে যেন পাতায় কোন সার লেগে না থাকে।

তোষা পাটঃ ইউরিয়া সারকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করে (১) শেষ চাষের সময় মাটিতে এক ভাগ এবং (২) গাছের বয়স ২০- ২৫ দিন এক ভাগ ও (৩) ৪০-৪৫ দিন হলে অব:শিষ্ট এক ভাগ বিকাল বেলায় উপরি প্রয়োগ করে দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাতায় কোন সার লেগে না থাকে।

টপ কাটিং ও চারা রোপণঃ ইউরিয়া সারকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করে (১) শেষ চাষের সময় মাটিতে এক ভাগ এবং (২) গাছের বয়স ২০-২৬ দিন হলে এক ভাগ ও (৩) ৪০-৪৫ দিন হলে অবশিষ্ট এক ভাগ সার বিকাল বেলায় উপরি প্রয়োগ করে দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাতায় কোন সার লেগে না থাকে।

দেশী পাট ফল ও বীজ

তোষা পাট ফল ও বীজ

গবেষণা ও রচনা :

কৃষিবিদ ড. মো: আবদুল আলীম
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ব বিভাগ

সম্পাদনায় :
ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

প্রকাশকাল : মে, ২০২০ খ্রিঃ
সংখ্যা : ৩০০০ কপি
প্রকাশনায় : মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ :
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
www.bjri.gov.bd

Printed by: LetterPress, Katabon, Dhaka-1000.
Cell: +88 01711-166 375, E-mail: fazlu6@gmail.com

নাবী পাট বীজ উৎপাদনে সার প্রয়োগের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

কৃষি উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

পটভূমি

পাট বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই পাট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমানের উন্নত মানের বীজ। যে কোন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভাল বীজের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। একমাত্র ভাল বীজ ব্যবহার করেই শতকরা প্রায় ২০-২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা যায়। পাটের বেলায় মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রতি বছর পাট মৌসুমে প্রায় ৫.০ থেকে ৫.৫০ হাজার মেট্রিক টন বীজের প্রয়োজন হয়। কাজেই কৃষক ভায়েরা যাতে নিজের পাটবীজ নিজেই উৎপাদন করতে পারেন, সেজন্য নাবী মৌশুমে উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদনে সার প্রয়োগের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের জানা দরকার।

নাবী পাটবীজ উৎপাদন পদ্ধতি

মোটামুটি ভাবে তিনটি পদ্ধতিতে নাবী পাট বীজ উৎপাদন করা যায়। পদ্ধতি গুলো হচ্ছে- ক) সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি, খ) কান্ড বা ডগা রোপন পদ্ধতি এবং গ) চারা রোপন পদ্ধতি।

ক) সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিঃ শ্রাবণ মাসের প্রথম থেকে ভাদ্র মাসের শেষ সময়ের মধ্যে পাটবীজ বপন করতে হয়। তবে তোষা জাতের পাটবীজ আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ও বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে প্রতি শতাংশ জমিতে ১০-১৫ গ্রাম বীজ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২.৫০-৩.০০ কেজি এবং ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি শতাংশ জমিতে ১৬-২০ গ্রাম বীজ অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৪.০-৪.৫ কেজি বীজ বপন করতে হবে।

নাবী পাট বীজ উৎপাদনে সার ব্যবস্থাপনা

জাতের নাম	পেডিগ্রী (Pedigree)	জাত অবমুক্তির সন	বপনের সময়	সারের পরিমান (গ্রাম/শতাংশ)					
				ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট (মনো)	বোরিক এসিড
দেশী পাট			**দেশী পাট (প্রতি শতাংশে ১৫-২০ গ্রাম বীজ ১ ফুট অন্তর লাইন করে বপন করতে হবে)**						
সিভিএল-১	PLS	১৯৭৭	মধ্য মে থেকে মধ্য জুলাই	৭২০	১০০	১৫০	২০০	৪০	৪০
বিজেআরআই দেশী পাট-৫	D-154 X CC-45	১৯৯৫		৭২০	১০০	১৫০	২০০	৪০	৪০
বিজেআরআই দেশী পাট-৬	CVL-1 X Fuleswari	১৯৯৫		৭২০	১০০	১৫০	২০০	৪০	৪০
বিজেআরআই দেশী পাট-৭	CC-45 X BJC-718	২০০৮		৭২০	১০০	১৫০	২০০	৪০	৪০
বিজেআরআই দেশী পাট-৮	CC-45 X FDR*	২০১৩		৭৫০	১০০	১৫০	৪০০	৪০	৪০
বিজেআরআই দেশী পাট-৯	O-5 X BZ-5	২০১৭		৭৫০	৩০০	১৫০	৪০০	৪০	৪০
তোষা পাট			**তোষা পাট (প্রতি শতাংশে ১৫-২০ গ্রাম বীজ ১ ফুট অন্তর লাইন করে বপন করতে হবে)**						
ও -৯৮৯৭ (ফাল্গুনি তোষা)	(O-9897 X O-2012)	১৯৮৭	আগষ্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর	১০০০	৫০০	৩০০	৪০০	৪০	৫০
বিজেআরআই তোষা পাট-৪	(O-9897 X O-2012) X O-9897	২০০২		১০০০	৪০০	২৫০	৪০০	৪০	৫০
বিজেআরআই তোষা পাট-৫	Uganda red X O-4	২০০৮		১০০০	৫০০	২৫০	৪০০	৪০	৫০
বিজেআরআই তোষা পাট-৬	PLS	২০১৩		১০০০	৪০০	২৫০	৪০০	৪০	৫০
বিজেআরআই তোষা পাট-৭	PLS	২০১৭		১০০০	৪০০	২৫০	৪০০	৪০	৫০
বিজেআরআই তোষা পাট-৮	Mutation	২০১৯		১০০০	৫০০	৩০০	৪০০	৪০	৫০
সকল জাত	-	-	পাট কাটিং (৯ ইঞ্চি দৈঘ্যের কাটিং ৪-৬ ইঞ্চি পরপর ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে ১ ফুট অন্তর লাইন করে রোপন করতে হবে)						
সকল জাত	-	-	জুলাই-আগষ্ট মাস	৩০০	২০০	৭০	৪০০	৪০	৪০
সকল জাত	-	-	চারা রোপন পদ্ধতি (৪-৫ ইঞ্চি পরপর ১ টি করে চারা ১ ফুট অন্তর লাইন করে রোপন করতে হবে)						
সকল জাত	**আগষ্ট মাস, ৩০-৪০ দিনের চারা**			৩০০	১০০	৭০	৪০০	৪০	৪০

*Furmusa Deep Red

উত্তম সার ব্যবস্থাপনায় জাত ভেদে পাট বীজের ফলন ৬০০ থেকে ১০০০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে